আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

তুরস্ক সফর

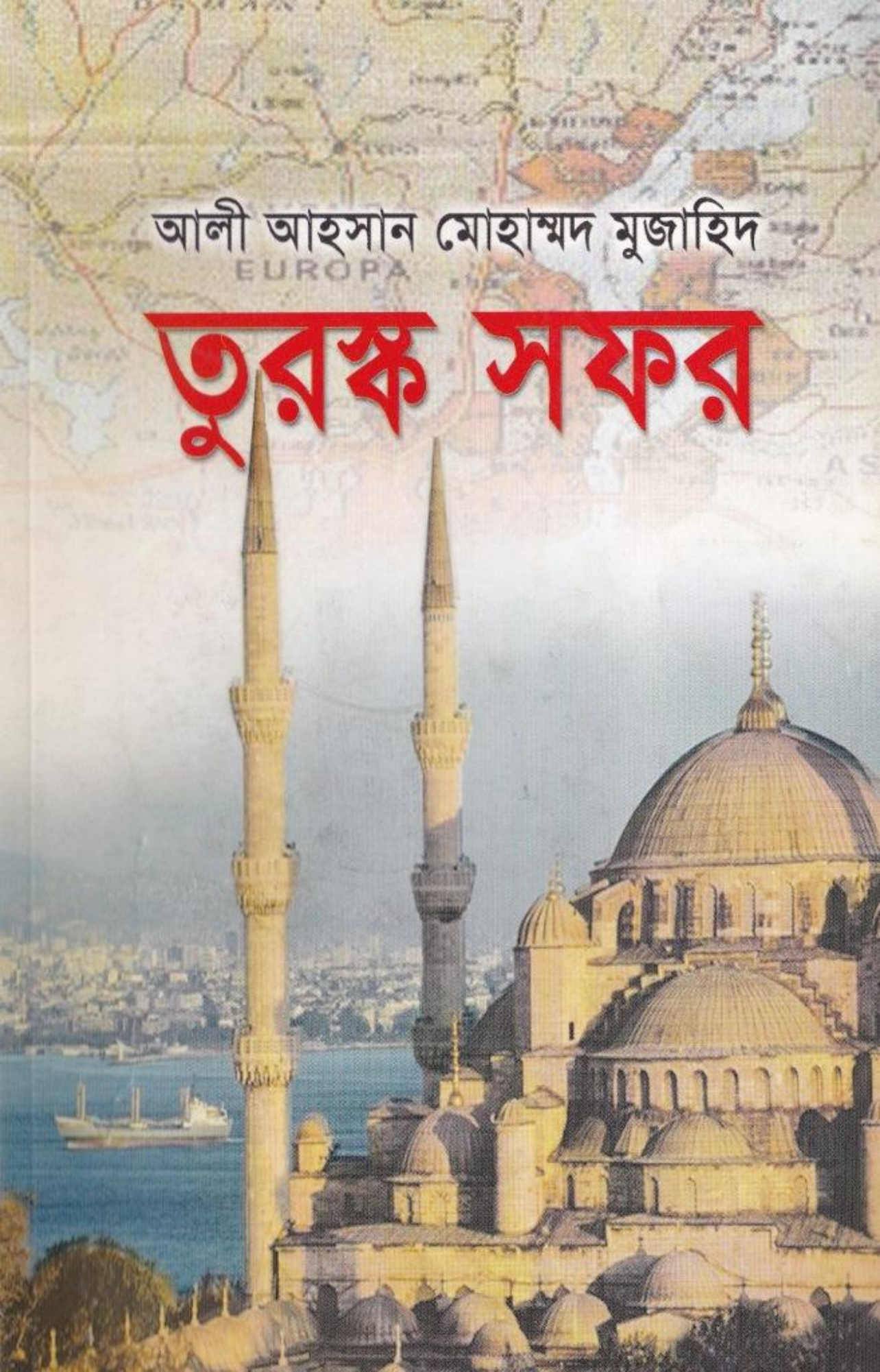

www.amarboi.org

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
তুরস্ক সফর

প্রকাশক
ড. মু. শফিকুল ইসলাম মাসুদ
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটেড
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৬৪৪৮, ৮৩১৮১২৮

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী ২০০৮
মাঘ ১৪১৫
মহররম ১৪২৯

বাপালি প্র: ২

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
আবদুল মান্নান
রেজাউর রহমান পলাশ

মুদ্রণে
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

প্রচ্ছদ পরিচিতি
তুরস্কের ঐতিহাসিক বসফরাস প্রণালি ও ইস্তাম্বুল শহরের কেন্দ্রীয় নু মসজিদ

মূল্য : নির্ধারিত ১৫.০০ (পনের) টাকা মাত্র

www.amarboi.org

আমাদের কথা

ইতিহাসের নানা ঘটনা আর স্মৃতির নীরব সাক্ষী তুরস্ক। মহিমান্বিত সাহাবী হযরত আইয়ুব আনসারী (রাঃ) ইস্তাম্বুলে বসফরাস প্রণালীর পাশে ছায়াঘন সুশীতল পরিবেশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। মুসলিম সাম্রাজ্যের সফল শাসকগণের কেন্দ্রবিন্দুও তুরস্ক। যা ইতিহাসের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সম্মানিত সেক্রেটারী জেনারেল ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ২০০৩ ও ২০০৭ সালে দু'বার আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে তুরস্ক সফর করেন। দেশের একজন মন্ত্রী এবং একটি বৃহৎ দলের সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে সফরও ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। বিশেষ করে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী জনাব রেসিপ তাইপ এরদোগান, তুরস্কের তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুল্লাহ ওমর গুল, সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। সাথে সাথে তুরস্কে ইসলামের বিজয়ের কৌশল, সরকারে কিংবা সমাজে নারীর ভূমিকা প্রসঙ্গে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছেন, যা বই আকারে প্রকাশিত হলে স্থায়ীভাবে সচেতন পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হবেন বলে আমরা আশাবাদী।

এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটিডে-এর পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটেড একটি অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রকাশনা সংস্থা যার মাধ্যমে আপনাদের প্রিয় পত্রিকা দৈনিক সংগ্রাম ছাড়াও ইতোমধ্যেই দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে সামনে রেখে "ইসলামী রাজনীতি" নামে সংকলন প্রকাশ করে দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছে। সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মহোদয়ের তুরস্ক সফরকে সামনে রেখে এই বইটি প্রকাশ এর দ্বিতীয় পদক্ষেপ। আমরা পাঠক-পাঠিকা মহলের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেলে আগামীদিনেও দেশের চলমান বিষয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিকমানের গবেষণাধর্মী লেখা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের আশা রাখছি।

আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন।

ড. মু. শফিকুল ইসলাম মাসুদ
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটেড

www.amarboi.org

আঙ্কারার পথে

এবারে আমার বিদেশ ভ্রমণ ছিল সস্ত্রীক। ঢাকা-লন্ডন-প্যারিস-লন্ডন-আঙ্কারা এই ছিল ভ্রমণের রুট। ২০০৩ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে এ সফর করেছিলাম। সফরের ধরন ছিল বেসরকারি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সাংগঠনিকভাবে খরচ বহন করা হয়েছে। তবে মন্ত্রী পদ-মর্যাদা থাকার কারণে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে এ সফর আধা সরকারিতে রূপ নেয়। অর্থাৎ সেখানকার সরকারগুলো সফরকে গুরুত্ব দেয় এবং আমার কাউন্টার পার্টগণের সাথে মতবিনিময় হয়। ঐ দেশ দুটোর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ করে দেয়।

উল্লেখ্য যে, এ মন্ত্রণালয়ের নাম একেক দেশে একেক রকম। অর্থাৎ, Ministry of Social Developmen t/ Ministry of Social Justice ইত্যাদি। তুরস্ক সরকার আমাদের সফরকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন করায় সরকারি গেস্ট হাউজ, রাষ্ট্রীয় প্রোটোকল ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। এজন্য আমি সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মান্যবর রাষ্ট্রদূতদের অবদান আজও স্মরণ করি। আমাদের দেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতগণের কূটনৈতিক দক্ষতা ও আন্তরিকতা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

প্যারিস থেকে বৃটিশ এয়ার ওয়েজে সকালে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। ৩ আগস্ট, ২০০৩ দিনের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশীদের একটা অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে দুপুরের পর হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সাথে আমার স্ত্রী তামান্না-ই-জাহান। উল্লেখ্য যে, তুরস্কের বাইরে থেকে সচরাচর সরাসরি আঙ্কারায় যাওয়া যায় না। ইস্তাম্বুল হয়ে যেতে হয়। আমাদের রুট সেভাবেই করা ছিলো। বৃটিশ বিমানে ইস্তাম্বুলে পৌঁছে এবং সেখান থেকে তুর্কী বিমানে আঙ্কারায় নিয়ে যাওয়া হবে।

তুরস্ক সফর আমার বহুদিনের প্রতীক্ষিত সফর। আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষার ফসল। শতকরা ৯৯ ভাগ সুন্নী মুসলমানদের দেশ তুরস্ক। ইতিহাস সমৃদ্ধ এ দেশ। বহু ঘটনার সাক্ষী, বহু স্মৃতি বিজড়িত দেশ তুরস্ক। হিযরাতের সময় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা:)-এর উট যার বাড়ির ঠিকানায় থেমে যায়, সেই মহিমান্বিত সাহাবা হযরত আইয়ুব আল আনসারী (রাঃ) ইস্তাম্বুলে বসফরাস প্রণালীর পাশে ছায়া ঘন সুশীতল পরিবেশে

www.amarboi.org

চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন। ইতিহাস পরম্পরায় মুসলিম সাম্রাজ্যের সফল শাসকগণের কেন্দ্রবিন্দু তুরস্ক। সুলতান মুহাম্মাদের স্মৃতি আজও বসফরাস প্রণালীর পাশে দাঁড়িয়ে ভীড় জমায়। সারিবদ্ধ সুরম্য মসজিদ যেন কথা বলে। স্মরণ করিয়ে দেয় ইতিহাস। খেলাফাত আন্দোলন—মুসলিম ও ইসলামী আন্দোলনের ছাপ নিয়ে আজও স্বর্ণালী ইতিহাস হিসেবেই পরিচিত। শুধু হিমালয়ান উপমহাদেশেই নয়, বিশ্বের আনাচে-কানাচে যার ছাপ বা স্মৃতি আজও বিদ্যমান। বিমানে বসে জীবনসঙ্গিনীর সাথে মাঝে মাঝে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সেই স্মৃতিই মন্থন করছিলাম বা ইতিহাসের পাতা উল্টাচ্ছিলাম।

আঙ্কারায়

প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা পর আমরা ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। সেখানে তুরস্ক রাষ্ট্রীয় প্রোটোকল ও আমাদের দূতাবাসের প্রতিনিধি আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। দেখাশোনা, গাইডের দায়িত্ব পালন করলো একজন মেয়ে। ২৫-২৬ বছর বয়স হবে। পোশাকে তার ইউরোপ ও তুরস্ক উভয়েরই ছাপ আছে। বেশ আন্তরিক এবং স্মার্ট। আমাদের ভিভিআইপি লাউঞ্জে নিয়ে যাওয়া হলো। আঙ্কারার বিমানের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। গাইড আমাদেরকে অজুর জায়গা, নামাজের স্থল জানিয়ে দিল। মেয়ে হওয়ায় আমার স্ত্রীর জন্য খুব সুবিধা হলো। তুর্কী ভাষায় পারদর্শী মেয়েটি ইংরেজিও জানে বলে খুব সুবিধা হলো। লাউঞ্জের নিরিবিলি, সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে আমরা তৃপ্তির সাথে নামায আদায় করলাম। চা-পান করে অল্প অপেক্ষার পরই আমরা আঙ্কারার বিমানে উঠে পড়লাম। মেয়েটি বিদায় নিয়ে গেল। আমার স্ত্রীকে দেখলাম মেয়েটির ব্যবহারে মুগ্ধ, বই সন্তুষ্ট।

আঙ্কারা বিমানবন্দরে আমাদের মান্যবর রাষ্ট্রদূত, সামরিক এ্যাটাচি, তুরস্ক সরকারের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব অফিসারকে তুরস্ক সরকারের প্রোটকল অফিসার হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। তার নাম এক্তা। তিনিই আমাদেরকে সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করবেন। খুবই চমৎকার লোক তিনি। কোন কিছু জিজ্ঞেস করলেই বলেন, No Problem। এছাড়াও প্রতি ব্যাপারেই আমাদেরকে তিনি আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তুরস্ক

www.amarboi.org

জনগণের ঐতিহ্যমণ্ডিত আতিথ্য বা মেহেমানদারির বিষয়টি উল্লেখ না করে পারছি না। তুরস্কের নাগরিকেরা মৃদু ভাষী। চিৎকার করে কথা বলেন না। সকলেই চেষ্টা করেন মিষ্টি ভাষা বা মিষ্টি শব্দ (Sweet language or Sweet Words) ব্যবহার করতে। অতিথিকে সন্তুষ্ট করতে যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেমন লাগছে, কি খাবেন, সমস্যা আছে কিনা, কি সাহায্য করতে পারি ইত্যাদি যেমন বারবার জিজ্ঞেস করেন, তেমনি বাস্তবেও সহযোগিতা করেন। তুরস্কের জনগণ আনন্দপ্রিয়। ছোটখাটো অনুষ্ঠানকেও তারা আনন্দময় করে তোলেন। নৌভ্রমণ, পিকনিক, ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন, বিয়ে অনুষ্ঠান ইত্যাদি তারা জমজমাটভাবে করেন। দল বেঁধে চলা তাদের বেশ অভ্যাস। জুমাবারে তারা ঘটা করে মসজিদে যান। মসজিদগুলোতে এত লোক সমাগম হয় যে, আশ-পাশে বাজার বসে যায়। মসজিদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মিলনমেলা। ফেরার পথে নামাজিগণ অতি সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে পারেন। রমযানে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। সে আনন্দ মিলনের, ভ্রাতৃত্বের। একে অপরকে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ ও আপন করে নেয়ার। ইফতারের সময় সে এক অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার পক্ষ থেকে সাজানো হয় রকমারি ইফতারের কেন্দ্র। সেখান থেকে রোযাদারদেরকে বিনামূল্যে ইফতার সরবরাহ করা হয়।

বিমানবন্দর থেকে আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে নিয়ে যাওয়া হলো। সুসজ্জিত ও নির্মল পানির লেকের পাশে এ অতিথি ভবন অবস্থিত। শহর থেকে দূরে। আধো পাহাড়ি এলাকা, সবুজের সমারোহে পরিবেশটি ছিল খুবই উপভোগ্য। আমাদের জন্য নির্ধারিত স্যুট থেকে লেকের দৃশ্য দেখে খুবই ভাল লাগলো। আজও তা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। তাদের সৌন্দর্যবোধ, প্রকৃতি প্রিয়তাই বোধ হয় তাদেরকে অমায়িক করেছে।

তুরস্কের ভাষা তুর্কী। আদিকাল থেকে এ ভাষার অক্ষর ছিল আরবী। কিন্তু মোস্তফা কামাল পাশা আরবী অক্ষর তুলে দিয়ে তুর্কী অক্ষর চালু করেন। অনেকটা জোর করে আরবী অক্ষর থেকে জাতিকে সরিয়ে নেন। কিন্তু জনগণের মনকে সেখান থেকে সরাতে পারেন নি। এজন্য তুরস্কে আরবী জানা লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। বলতে গেলে তুর্কী ভাষার পরেই আরবী ভাষার স্থান। এরপর ইংরেজি। ইংরেজি জানা লোক কম বলে

www.amarboi.org

আমরা মাঝে মাঝে ভাষার সমস্যায় পড়েছি। আমাদের প্রোটকলের দায়িত্বে যিনি ছিলেন, তিনি খুব একটা ভাল ইংরেজি জানতেন না। ফলে আমরা বলেছি একটা, তিনি বুঝেছেন অন্যটা। ভাষার সমস্যার কারণে আমাদের মনমত খাবার পেতে সমস্যা হয়েছে। যে খাদ্যতালিকা আমরা দিয়েছি, সরবরাহ করা হয়েছে ভিন্ন রকমের। যদিও তা ছিল মানের দিক দিয়ে উন্নত। একবার তাকে খুব ভাল করে বুঝালাম। সকালের নাস্তা মনমত করার জন্য। তিনি বললেন, No problem, everything clear. কিন্তু রেস্টুরেন্টে গিয়ে দেখি সেভাবে মোটেই ব্যবস্থা করা নেই। আমরা তাকে সাহায্য করলাম এবং ডিম মামলেট, ফল, চা ইত্যাদি দিয়ে নাস্তা সারলাম। এতে কিন্তু আমরা মোটেই বিরক্ত হইনি। কারণ, তার আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, প্রচেষ্টা ছিল অতুলনীয়। তার ব্যবহার ছিল হৃদয় নিংড়ানো।

জনাব আব্দুল্লাহ গুল তখন উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। তার সাথে আমার সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত ছিল ৩০ মিনিট। কিন্তু ৫৫ মিনিট পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছায় সময় দেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, বাংলাদেশ হচ্ছে তুরস্কের অকৃত্রিম বা হৃদয়ের বন্ধু। সবসময় ভাল সম্পর্ক ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতে আরও ভাল হবে। তিনি বাংলাদেশের জনগণ, সরকার ও সার্বিক অবস্থা জানতে চাইলেন। আমি বিস্তারিত বললাম। বাংলাদেশ যে বিশ্বে উদীয়মান শক্তি, তা তিনিও উপলব্ধি করেন। ওআইসি, বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হলো। তিনি বাংলাদেশের সাথে অভিন্ন মত ব্যক্ত করলেন। এ দীর্ঘ আলোচনায় আমার সম্পর্কে তিনি কি ধারণা নিয়েছেন জানি না, তবে তাঁর সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই ইতিবাচক হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে একজন বলিষ্ঠ নেতা মনে হয়েছে। এ ধরনের নেতৃত্ব তুরস্ককে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি আরও এগিয়ে যাবেন। বলিষ্ঠতা, কৌশলী, প্রজ্ঞা, ধীরতা ও

www.amarboi.org

অমায়িক ইত্যাদি কতগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। খুবই আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে খোলামেলা আলোচনা হলো তাঁর সাথে। বাংলাদেশ ও জনগণ সম্পর্কে তিনি বেশ ওয়াকিফহাল। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বা-এর নেতৃত্ব সম্পর্কেও তিনি মোটামুটি ধারণা রাখেন।

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে আমার নির্ধারিত সময় ছিল ৪৫ মিনিট। কিন্তু খোলা-মেলা ও আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত গড়ায়। তুরস্কের মাননীয় মন্ত্রীর মধ্যে কোন তাড়া ছিল না। বেশ জমিয়ে আলোচনা করছিলেন। কিন্তু আমার একটু তাড়া ছিল। কারণ, আমার স্ত্রী অপেক্ষা করছিলেন। মন্ত্রীপর্যায়ের এ আলোচনায় তিনি উপস্থিত থাকা পছন্দ করেননি। সোয়া ঘণ্টার এ আলোচনায় দারিদ্র্যবিমোচনে আমাদের সফলতা, নারীর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার অগ্রগতি, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য আমাদের কার্যক্রম, শিক্ষার ধরন ইত্যাদি তুলে ধরলাম। তিনি খুবই সন্তোষ প্রকাশ করলেন। আশাবাদ ব্যক্ত করলেন যে, সার্বিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও তুরস্ক একযোগে এগিয়ে যেতে পারবে এবং সাফল্য বয়ে আনবে। তিনি বাংলাদেশের জন্য উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করলেন।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় আমাদেরকে কামাল আতাতুর্ক মনুমেন্ট পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হলো। মোস্তফা কামাল পাশা অর্থাৎ কামাল আতাতুর্কের কবরকে ঘিরে মনুমেন্ট-কাম-জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। আমাদেরকে প্রথমে কবরের পাশে নিয়ে যাওয়া হলো। একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা গাইড করছিলেন। প্রথমে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সেলুট করা হলো। এরপর হাত তুলে মোনাজাত করা হলো। সামরিক অফিসারই মোনাজাতে নেতৃত্ব দিলেন। কবরে ফুল দেয়া বা মালা দেওয়ার রেওয়াজ চালু নেই। মোনাজাত শেষে আমাদেরকে জাদুঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। মোস্তফা কামাল পাশার বিভিন্ন বয়সের ছবি, কার্যক্রম, ইতিহাস হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্র সেখানে দর্শনীয় করে রাখা হয়েছে। যুদ্ধের ময়দানকে বাস্তব করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা সজীব করার চেষ্টা হয়েছে। গুলীর আওয়াজ, সৈনিকদের শব্দ, আক্রমণ, খাবার-দাবার ইত্যাদি তুলে ধরা হয়েছে। মোস্তফা কামাল পাশার বীরোচিত তৎপরতাকে দেখানো হয়েছে। একটা দৃশ্যে মোস্তফা কামাল পাশাকে যুদ্ধ পোশাক পরা অবস্থায় দাঁড়ানো দেখা যায়; পাশে তাঁর

www.amarboi.org

মা কুরআন তেলাওয়াত করছেন। মোস্তফা কামাল পাশার বীরোচিত নেতৃত্বই তুরস্ককে স্বাধীন করেছে বা ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত করেছে বলে তুরস্ক জনগণের বিশ্বাস। ফলে তাকে সেই মর্যাদাই দেয়া হয়েছে এবং দেয়া হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর সাথে ৬ ঘণ্টা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ ছিল বেশ বড় একটা প্রোগ্রাম। তিনি মহিলা, একজন সিনিয়র মন্ত্রী। প্রায় এক ঘণ্টা আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে আমরা আলাপ করেছি। আলাপে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম তুলে ধরে একে অপরকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করেছি। তুরস্ক আমাদের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল দেশ। জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম আমাদের চেয়ে বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। হয়েছেও তাই। তবে বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আমরাও পিছিয়ে নেই। তুরস্কের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একজন সিনিয়র মন্ত্রীর মন্ত্রণালয়। শুধু তুরস্ক নয়, উন্নত সব দেশেই সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (যে নামই হোক) আপগ্রেডেট মন্ত্রণালয়। এর কার্যক্রম-পরিধি বিস্তৃত অনেক। আমাদের দেশে এ মন্ত্রণালয় জোট সরকারের পূর্ব পর্যন্ত বি গ্রেডেই রাখা হয়েছিল ২০০১-২০০৬। উন্নয়ন-অনুন্নয়ন মিলে বাজেট ছিল সর্বসাকুল্যে ২১৭ কোটি টাকা। আমরা অবশ্য আল্লাহর রহমতে বাজেট পৌঁছে দিয়ে এসেছি ৬৯৮ কোটি টাকায়। এর পরিধিও বাড়ানো হয়েছে। নীতি নির্ধারক অনেককেই দেখেছি এ মন্ত্রণালয়কে একটু উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে। নতুবা আরও পরিধি বাড়ানো যেত। তারপরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সহযোগিতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি করা সম্ভব হয়েছে। তুরস্কের মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রী বাংলাদেশের কাজ দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছেন এবং বাংলাদেশ সফরে আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

সমাজকল্যাণমন্ত্রীর সাথে আমার সময় কেটেছে ৬ ঘণ্টারও বেশি। বিভিন্ন প্রকল্পে আমাকে নিয়ে গিয়েছেন। সঙ্গে ছিলেন বিপুল সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা ও মিডিয়ার লোকজন। প্রথমে পরিদর্শন করি অসহায় শিশুদের একটি হোম। সেখানে শিশুদের লালন, পালন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এক ঝাঁক ফুলের মত শিশু সেখানে জমায়েত হয়েছে। হাঁটা-হাঁটি লাফ-ঝাঁপ ও নাচা-নাচি করছে। টার্কিশ মিউজিকের

www.amarboi.org

তালে তালে তারা এক একটি নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছে শারীরিক কসরত ও লেখাপড়ার। দেখলাম শিশুরা তাদের শিক্ষয়িত্রীদের মায়ের মত মনে করে। শিক্ষকেরাও সন্তানসুলভ আচরণ ও স্নেহ ঢেলে দিচ্ছেন। আল্লাহর দান এ ফুলের মেলায় নিজকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। এরপর পরিদর্শনে যাই একটি শারীরিক প্রতিবন্ধী ও আর একটি মানসিক প্রতিবন্ধী পরিচর্যা সেন্টারে। সেখানে তাদের সাথে বেশ সময় কাটাই। তাদের বেড়ে ওঠা, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সাধনা, জাতি গঠনে বিভিন্ন কর্মের উপযোগী করে তোলা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করি। আমাদের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মতই তাদের কার্যক্রম। পার্থক্য শুধু আর্থিক সামর্থ্যের। লজিস্টিক সাপোর্ট তাদের বেশি। নতুবা সব কিছুর ধরন প্রকৃতি একই। আমাদের দেশের প্রতিবন্ধীদের জগতে গেলে যে প্রতিক্রিয়া হয় সেখানেও একই প্রতিক্রিয়া হলো। সুস্থ সবল শরীর যে কত বড় আল্লাহর দান তা এধরনের পরিবেশে এলেই অনুধাবন করা যায়। অথচ প্রতিবন্ধীদের জন্য যতটুকু করা দরকার আমরা তা করি না। এ অবস্থা শুধু আমাদের দেশে তা নয়। বিশ্বব্যাপী তারা এখনও অবহেলিত। এ সেদিন মাত্র জাতিসংঘে প্রতিবন্ধীদের কনভেনশন অনুমোদন হলো। এজন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি কয়েকটি দেশে গিয়েছি। এতোদ্দেশ্যে বেইজিং এ একটি এবং ব্যাংককে চারটি সম্মেলন ও ওয়ার্কশপে যোগদান করেছি। ব্যাঙ্ককে UNESCAP-এর শেষ দু'টি ওয়ার্কশপে আমাকে সভাপতিত্ব করতে হয়েছে। UNESCAP এর চূড়ান্ত Recommendation আমার সভাপতিত্বে হয়েছে। তুরস্ক সফর এবং সেখানের অভিজ্ঞতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। UNES C AP এর সম্মেলনে প্রতিবন্ধীদের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য জাতিসংঘে একজন সহকারী মহাসচিব নিয়োগের প্রস্তাবও আমি করেছি। UNESCAP-এর ওয়ার্কশপে উপস্থিত সকলে ভয়েস ভোটে তাতে সমর্থন জানিয়েছেন।

বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন শেষে তুরস্কের মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রীর দেয়া মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করি। জানতে পারলাম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মেহমানদেরকে এখানেই ভোজে দাওয়াত দেয়া হয়। একটি বড় প্রাসাদ অতিক্রম করে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। ফুলে, সবুজ পাতায় ঘেরা বৃক্ষরাজির সমাহারে শান্ত শ্যামল খোলা জায়গায় টেবিল পাতা হয়েছে। ছোট ছোট রং বেরং-এর পাখি এ গাছ থেকে ঐ গাছে উড়ে যাচ্ছে আর

www.amarboi.org

কিচির মিচির মিষ্টি আওয়াজ করছে। খুবই ভাল লাগলো। মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন কেমন লাগছে! নির্ধারিত আসনে বসে বললাম ভাল। সচিব থেকে ডিজি পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা ও মতবিনিময় হলো। রকমারি খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। খাবারের মেনুতে টার্কিশ বৈশিষ্ট্য যেমন আছে, তেমনি বাংলাদেশী বৈশিষ্ট্যও রাখা হয়েছে। আমাদের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ছাড়াও কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। এ ধরনের ভোজে নাড়াচাড়া হয় বেশি। খাওয়া হয় কম। এখানেও তাই হলো। তবে কথা হলো অনেক বেশি। সব মিলে পরিতৃপ্ত, সন্তুষ্ট হয়েছিলাম সন্দেহ নেই।

ছয় ঘণ্টাব্যাপী বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন ও ভোজ শেষে অতিথিভবনের দিকে রওয়ানা করলাম। মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রী সেদিনের মত বিদায় দিলেন। সমাজকল্যাণমন্ত্রীকে খুবই পারদর্শী ও আন্তরিক মনে হয়েছে। জাস্টিস ও ডেভেলপমেন্ট পার্টি অর্থাৎ এ কে পার্টির মহিলা বিভাগের দেখাশোনার দায়িত্বও নাকি তার। পরনে লং স্কার্ট ছিল। মাথায় কাপড় বা ওড়না ছিল না। এর কারণ হলো, তুরস্কে সরকারি চাকরিজীবী, সরকারি প্রতিনিধি বা সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন মহিলা হিজাব তো পরতে পারবেই না, মাথায় স্কার্ফ বা ওড়নাও পরতে পারবে না। সাংবিধানিকভাবে এটা নিষিদ্ধ। সরকারের কেউ যদি তা লঙ্ঘন করে, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের শাস্তি হবে। কোন দলের প্রতিনিধি হলে দলটি নিষিদ্ধ করা হতে পারে। একই অপরাধে সরকারের পতন ঘটতে পারে। তুরস্কের সংবিধান সেদেশের সেনাবাহিনী ও প্রেসিডেন্টকে সে ক্ষমতা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন পুরুষ দাড়ি রাখতে পারে না। এমনকি সরকারি মসজিদের ঈমাম সাহেবও নয়। আঙ্কারার গ্রান্ড মসজিদ পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। বিরাট ও দর্শনীয় মসজিদ। স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। লিফটে করে সুউচ্চ মিনারে উঠা যায় এবং সেখান থেকে আঙ্কারার মনোরম দৃশ্য অবলোকন করা যায়। পরিদর্শন শেষে ঐ মসজিদে জামায়াতে নামায আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। মসজিদের ঈমাম উঁচুদরের আলেম। কিন্তু সরকারি মসজিদের ইমাম বিধায় মুখে দাড়ি রাখতে তাঁর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আছে। মোস্তফা কামাল পাশা এ আইন প্রবর্তন করে গেছেন। এ পরিবেশেই সেখানে ইসলামের জন্য কাজ করতে হয়।

www.amarboi.org

আঙ্কারা সফর শেষ করে ইস্তাম্বুল এসে পৌঁছলাম। পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী আঙ্কারা বিমানবন্দরে তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রেসিপ তাইপ এরদোগানের সাথে আমার সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় হয়। এ সময় হিজাব পরা অবস্থায় আমার স্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। এটা সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, ঐ সাক্ষাৎকারটি আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতকার ছিল না। একই বিশ্বাসের অধিকারী দুই ভাইর সাক্ষাতকার ছিল। ঐ অল্প সময়ে তিনি বাংলাদেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ও আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করেন। আমাদের সকলের সাফল্য, সুখ শান্তি কামনা করেন। এরদোগান সত্যিকার অর্থেই এক সফল নেতা। বলিষ্ঠব্যক্তিত্ব ও মার্জিত ব্যবহার তাঁকে অনেক মহৎ করেছে। অনেক বড় করেছে। ব্যক্তিগত বিমানে তিনি যখন পৌঁছেন এবং বিমান থেকে নেমে কথা বলতে থাকেন তখন তার চোখে-মুখে দূরদর্শিতার ছাপই দেখা গেছে।

ইস্তাম্বুলে ঐতিহাসিক 'তোপ কাপি' পরিদর্শন

তুরস্কে শব্দ নিয়ে বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। যেমন আমার নাম মুজাহিদের পরিবর্তে লিখতে হয় মুকাহিদ। প্রধানমন্ত্রী রশিদ তৈয়ব এরদোগানকে রেসিপ তাইপ এরদোগান বলা হয়- এমন কথাও শুনেছি। অবশ্য প্রত্যেক দেশে অঞ্চলে অঞ্চলে শব্দ উচ্চারণে পার্থক্য আছে। সেখানে থাকাটাও স্বাভাবিক। ইস্তাম্বুলে আমাদের অতি কর্মব্যস্ত সময় কাটাতে হয়। কারণ, এবার তুরস্ক সফরে আঙ্কারায় বেশি সময় দিতে হয়েছে। ইস্তাম্বুলে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তুরস্ক যাচ্ছি শুনে বাংলাদেশ সরকারের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব শহিদুল আলম সাহেব বিশ্ববিখ্যাত মিউজিয়াম ইস্তাম্বুলের 'তোপ কাপিতে' যেন আমি অবশ্যই যাই, বলেছিলেন। সে মতে আমার চাহিদা পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে ইস্তাম্বুলের কয়েক ঘণ্টা সফরসূচির প্রধান বিষয় ছিল 'তোপ কাপি' পরিদর্শন।

www.amarboi.org

ইস্তাম্বুলে নতুন প্রোটকল কর্মকর্তা দেয়া হয়েছিল। তাঁকেও খুবই আন্তরিক পেলাম। আলাপচারিতায় স্পষ্ট হলো যে, তিনি ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস এবং আমার সাংগঠনিক পরিচয় সম্পর্কে ভালই জানেন। স্বল্প সময়ের জন্য তিনি বারবার আফসোস করেছিলেন। আর বলছিলেন সময় নিয়ে যেন আবার আসি। তোপকাপি যাওয়ার পথে তিনি লাঞ্চ করানোর জন্য আমাদেরকে বসফরাস প্রণালীর তীর ঘেঁষে একটি রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন। হোটেল-কাম-রেস্টুরেন্টটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে চলে। লাভজনক প্রকল্প। মন্ত্রণালয়কে আত্মনির্ভরশীল করার পরিকল্পনাটি আমার খুবই পছন্দ হলো। বসফরাস প্রণালীর তীরে বসে লাঞ্চ সারলাম। স্রোতস্বিনী প্রণালীর দৃশ্য, জাহাজ, বোটের অবিরাম আনাগোনা উপভোগ করার মত। আমাদেরও আফসোস হলো, এত কম সময় বরাদ্দ করার জন্য। অবশ্য এতটুকু সুযোগইবা ক'জনের হয়! আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

আমরা তোপকাপি মিউজিয়ামে পৌঁছলাম। প্রচণ্ড ভীড়। দেশ-বিদেশ থেকে হাজারো মানুষের সমাগম। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বিরাট মাধ্যম। শুধু দুর্লভ নয়, অকল্পনীয় ইতিহাস সেখানে ধরে রাখা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে এখানে আসার পর তুরস্ক সফর পূর্ণতা পেল। নতুবা বিরাট শূন্যতা বা অপূর্ণাঙ্গতা থেকে যেত। মিউজিয়ামে অনেক কিছুই আছে। কিন্তু যা না উল্লেখ করলে নয়, তা হলো :

১. নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সঃ) ব্যবহৃত তরবারী।
২. চার খলিফার (রাঃ) ব্যবহৃত চারটি তরবারী।
৩. হযরত মুসার (আঃ) ব্যবহৃত সেই ঐতিহাসিক লাঠি।
৪. বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নীল হিরক খন্ড।
৫. চোখ ঝলসানো মণি-মুক্তা।
৬. এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন দেশের, সাম্রাজ্যের শাসকদের স্মৃতিবিজড়িত বহু নিদর্শন।

সরকারি ব্যবস্থাপনা ও সহযোগিতায় পরিদর্শন করেছিলাম বলে সহজ হয়েছিল। তারপরও দুই ঘন্টারও বেশী সময় লেগেছিল। তোপকাপি পরিদর্শন করে একদিকে ইসলামের ইতিহাস যেমন ভেসে উঠছিল, অন্যদিকে তেমনি বর্তমান অবস্থা বারবার জানান দিয়ে যাচ্ছিল যে,

www.amarboi.org

আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, মানবতার মুক্তির জন্য। বিশ্ব নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। কিন্তু এখন কোথায় আমরা? বিশ্বে আমাদের অবস্থান কোথায়? চোর এখন গৃহস্থের ভূমিকা পালন করছে। আমরা কিছুই করতে পারছি না। শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছি অথবা একে অন্যের গালমন্দ করছি! যাক, তোপকাপিতে যত মণি-মুক্তা-জহরত দেখলাম এভাবে আর কখনও দেখিনি। রূপকথার কাহিনীতে পড়েছি মাত্র।

তোপকাপির মিউজিয়ামের নিকটেই বিরাট স্থাপনা। নাম আয়া সোফিয়া। বিরাট মসজিদ। খৃস্টানদের ঔপনিবেশিক আমলে এটাকে গীর্জায় পরিণত করা হয়েছিল। ফলে দুই ধর্মের নিদর্শনই সেখানে বিদ্যমান। মুসলমানদের বিজয়ের পর সেটাকে মসজিদরূপে ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু খৃস্টানদের পক্ষ থেকে আপত্তি দেয়া হয়। ফলে আপোষ হিসেবে মিউজিয়াম করে রাখা হয়েছে। যদিও একটা অংশে নামাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয়বার তুরস্কে

তুরস্কে আমার দ্বিতীয় সফর ২০০৭ সালের ১৫ থেকে ২১ জুন পর্যন্ত। এবারের সফর আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। তুরস্কের মাননীয় সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমদ্দীন আরবাকানের সংগঠন ESAM এ দাওয়াত দিয়েছিল। নাজমদ্দীন আরবাকান প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আটটি মুসলিম দেশ নিয়ে 'জি-এইট' নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। এ সংস্থার উদ্দেশ্য হলো - উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে তোলা। যাতে তারা পারস্পরিক সহযোগিতায় সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে দাঁড়াতে পারে। ক্রমান্বয়ে এটাকে D-16 করা হবে। অতঃপর D-120 হিসেবে কার্যকর বিশ্ব সংস্থায় পরিণত করা হবে। বর্তমানে D-8 এ যে দেশগুলো আছে তাহলো-বাংলাদেশ, ইরান, মিশর, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক ও নাইজেরিয়া। ১৫ তারিখ বিকেলে আমি ইস্তাম্বুলে পৌঁছলাম। বিমান থেকেই আমাকে অভ্যর্থনা দিয়ে ভিআইপি লাউঞ্জে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে অপেক্ষা করলাম। সেখান থেকে থাকার জায়গা রয়াল রিসিপ হোটেলে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে গেল। রাতেই একটি হোটেলে ডিনার। ডিনারে পারস্পরিক পরিচয় ও মতবিনিময় সেরে হোটেলে ফিরলাম। মতবিনিময়কালে লক্ষ্য করলাম উপস্থিত সকল টার্কিশ নেতৃবৃন্দ তুরস্কের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তারা

www.amarboi.org

তাদের মূল পরিচয়ের ব্যাপারে খুবই সচেতন। বরং স্বর্ণালী অতীত হারিয়ে যাওয়ার বেদনা ক্ষোভের সাগরে ঢেউ তুলছে। আরও লক্ষ্য করলাম, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, মিশর, পাকিস্তানের মত দেশগুলোর উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে আন্তরিক শুভ কামনা। তাদের এ চেতনা ও ভ্রাতৃত্বের পরশ উপস্থিত সকলকে আপন করে তুলেছিল। হোটেলে ফিরে সেই অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৬ জুন সকাল ১০টা। ESAM -এর উদ্যোগে আয়োজিত সেই D-8 সম্মেলন। ইস্তাম্বুলের কেন্দ্রীয় অডিটরিয়ামে সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছে। অডিটরিয়ামটি বসফরাস প্রণালীর তীর ঘেঁষে অবস্থিত। সম্মেলনের সভাপতি মুহাম্মদ কাউতান। যিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন। প্রধান অতিথি সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমদ্দীন আরবাকান। তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের সাবেক বলা হয় না। বরং বলা হয় তুরস্কের ৫৪তম, ৫৫তম প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী। সেখানে একবার মন্ত্রী হলে সবসময়ের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সেভাবে মর্যাদাও দেয়া হয়। সম্মেলনে আটটি দেশের প্রতিনিধি ছাড়াও তুরস্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিধিত্বশীল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ফলে প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো সম্মেলন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমিও বক্তব্য রাখলাম। উদ্যোগকে স্বাগত জানালাম এবং দৃঢ় পদক্ষেপে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ও সংকল্প ঘোষণা করলাম। সম্মেলনে বাংলাদেশকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমদ্দীন আরবাকান ভাষণ প্রদান করলেন। তাঁর বয়স ৮০ অতিক্রম করে গেছে। কিন্তু তাঁর ভাষণ ছিল বয়সের বাঁধ ভেঙ্গে জ্বালাময়ী ও উত্তেজনাপূর্ণ।

তিনি প্রশ্ন তুললেন, কার্যকর বিশ্ব সংস্থা আজ কোথায়? জাতিসংঘ তো নিরীহ দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ ঠেকাতে পারছে না। নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে, নতুবা পরাশক্তিকে সহযোগিতা করছে। তিনি অত্যন্ত আবেগতাড়িত ভাষায় ইরাক, আফগান, ফিলিস্তিন, সোমালিয়া ইত্যাদি দেশগুলোর রক্তপিচ্ছিল বেদনাবিধুর ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা দিলেন। তিনি প্রশ্ন তুললেন, কারা সন্ত্রাস করে আর কাদেরকে সন্ত্রাসী বলে গালি দেয়া হয়? তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ইসলাম সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য এসেছে। ইসলাম যখন নেতৃত্বে ছিল, গোটা বিশ্ব তখন সন্ত্রাসমুক্ত ছিল। আবার যখন নেতৃত্বে যাবে বিশ্ব পুনরায় সন্ত্রাসমুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

www.amarboi.org

কারণ ইসলাম শান্তি, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা, সহঅবস্থান ও সম্প্রীতির কালজয়ী জীবনাদর্শ। প্রধান অতিথি নাজমদ্দীন আরবাকানের ঐ স্পষ্ট বক্তব্য গোটা উপস্থিতিকে শুধু নীরব স্তব্ধ করে দেয়নি, চোখের পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছে। যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে আমি সেদিন রুমাল দিয়ে বারবার চোখের পানি মুছতে দেখেছি তাতে হৃদয়ে শুভ সংকেত অনুভব করেছি। চোখের পানির ঐ বার্তা নীরবে বিশ্বের শতশত কোটি মানুষের কাছে পৌঁছবে বলবে আমার বিশ্বাস। তাই একটি ঐতিহাসিক সফল সম্মেলন হয়ে গেল বলে অনুভব করলাম।

কর্মসূচি অনুযায়ী নামাজ আদায় করলাম। এরপর একটি সুসজ্জিত জাহাজে নিয়ে যাওয়া হলো। অডিটরিয়ামের সাথেই জাহাজ ভিড়েছিল। উদ্দেশ্য দুপুরের লাঞ্চ, পারস্পরিক গভীর পরিচয় এবং মত-বিনিময়। সাথে নৌবিহার ও বসফরাস প্রণালীর দু'পার্শ্বে আল্লাহ সৃষ্ট নয়নাভিরাম চক্ষু শিতলকারী প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এ প্রণালীতে নৌভ্রমণে আসে। শিক্ষক-ছাত্র, আবালবৃদ্ধ, শিশু-কিশোর, শহর-গ্রামের নারী-পুরুষ এখানে এসে আনন্দ করে, চিত্তবিনোদন করে, শক্তি সঞ্চয় করে, পরবর্তী কর্মের জন্য প্রস্তুতি নেয়। কারণ, তুরস্কের জনগণ আরও অনেকদূর যেতে চায়। তাদের চোখে-মুখে সে সংকল্পই ফুটে ওঠে। এ উদ্দেশ্য শুধু তাদের নিজের জন্য নয়। বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্য। জাহাজে পরিচয় ও মতবিনিময়কালে আমি এসবই উপলব্ধি করেছি।

তুরস্কের আতিথ্য

তুরস্কে জনগণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য আমি লক্ষ্য করেছি। এ বৈশিষ্ট্য নারী-পুরুষ সবার মধ্যে। সেটা হলো, তারা তাদের জাতীয় পতাকাকে অত্যন্ত ভালবাসে। লাল জমিনের উপর সাদা চাঁদ-তারকা খচিত পতাকা বসফরাস প্রণালীতে ভাসমান প্রতিটি জাহাজ ও বোটে পতপত করে উড়ছিলো। তারা যেকোন অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা সম্মানের সাথে উড়ায়। ছাত্র-শিক্ষক কোন শিক্ষাভ্রমণে গেলে গাড়িতে পতাকা উড়ায়। বড় বড় সুদৃশ্য বিল্ডিং-এ সবসময় পতাকা উড়ে। হজ্বের সময় দেখেছি পতাকা দিয়েই তারা পৃথিবীর মানুষের সামনে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরে। তারা কার্যত প্রমাণ করে দেয় পতাকাই তাদের পরিচিতি, পতাকাই তাদের স্বকীয়তা, এতেই তাদের গৌরব ও সম্মান।

www.amarboi.org

২০০৩ সালের সরকারি সফরে আমার সাথে সরকারি প্রোটোকোল ছিল। এবার আমার পথনির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেন উচ্চপর্যায়ের নেতা ইয়ালমুছ সেলিম। দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে সহযোগিতা করেন বালসিন। তারা ভালই ইংরেজি জানেন। তবে বসফরাস প্রণালীর তীরে সর্বশেষ যে হোটেলে আমি ছিলাম তার ম্যানেজার মোটেই ইংরেজি জানেন না। এজন্য তারও সমস্যা হয়েছে, আমারও সমস্যা হয়েছে। তবে এ সমস্যা ছিলো সাময়িক। গত সফরে বসফরাস প্রণালীর তীরে লাঞ্চ করার সময় আফসোস করেছিলাম সময়ের স্বল্পতার জন্য। তবে এবার আমার সফরের অধিকাংশ সময় কেটেছে ইস্তাম্বুলে। ফলে বসফরাস প্রণালীর তীরে প্রায় দশটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ ও ডিনারের সময় সৌন্দর্য উপভোগ করার সৌভাগ্য হয়েছে। পছন্দমত খাওয়া-দাওয়াতে সমস্যা হয়নি। উপাদেয়, বৈচিত্রপূর্ণ নানাবিধ টার্কিস খাবার খাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এ সময়গুলো কেটেছে বাংলাদেশ ও তুরস্কের অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, সরকার পদ্ধতি, সংবিধান, ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে। বিগত সফরে এত গভীরে গিয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ হয়নি। জানা ও বুঝারও সুযোগ হয়নি।

তুরস্কে নারী

বিগত সফরে আমি তুরস্কের সমাজ-সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। তা হলো, তুরস্কের নারীদের অবস্থান। আংকারা ও ইস্তাম্বুলের নারীদের মধ্যে একটু বেশি ইউরোপিয়ান প্রভাব লক্ষ্য করেছি। শহরতলী বা গ্রামের নারীদের মধ্যে ইউরোপের অত প্রভাব লক্ষ্য করিনি। কিন্তু এ চার বছরের ব্যবধানে নারী সমাজের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আমাকে বিস্মিত করেছে। ২০০৩-এ আঙ্কারা-ইস্তাম্বুলে প্রতি ৪ জন মহিলার মধ্যে ১ জনকে হিজাব পরা দেখেছি। কিন্তু এবার প্রতি ৪ জনের ২ জনই হিজাব পরিহিতা। অন্যদিকে শহরতলী ও গ্রামে ২০০৩-এ যেখানে প্রতিটি ৪ জনে ২ জন হিজাব পরিহিতা ছিল। এবার সেখানে প্রতি ৫ জনের ৪ জন হিজাব পরিহিতা। এতে পরিষ্কার বোঝা যায়, ধর্মনিরপেক্ষতার আবেদন সেখানে দিন দিন নিঃশেষ হয়ে আসছে। এ পরিবর্তন মোটেই চাপিয়ে দেয়া নয়, স্বতঃস্ফূর্ত। তবে এ ভুল ধারণা করার সুযোগ নেই তুরস্কের নারীরা সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। হিজাব পরিহিতা মেয়েদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অধ্যাপক, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, বিচারক, জনপ্রতিনিধি-সবখানেই তারা আছে।

www.amarboi.org

অর্থাৎ তারা আধুনিক, স্মার্ট, উচ্চশিক্ষিতা এবং অটুট পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ। অর্থাৎ পারিবারিক দায়িত্ব, সন্তান লালন-পালন, মা-বাবা, মুরুব্বিদের সেবা সবকিছুই তাদের জীবনের সাথী। ফলে তাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন খুব সুখের।

এ, কে পার্টির সাফল্য

বিগত নির্বাচনে এরদোগানের এ কে পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এককভাবে সরকার গঠন করেছিলো। এবারের নির্বাচনে তারা আরো অনেক ভালো করেছে। ৫০০ আসনের মধ্যে ৩৪২টি আসন লাভ করেছে। ক্ষমতায় থেকে বা সরকারে থেকে এ ধরনের সাফল্যের নজির খুবই বিরল। বস্তুনিষ্ঠভাবে সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করলে যা ধরা পড়ে তা হলো ঃ

১. দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ। এ কে পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বের মধ্যে দুর্নীতি স্পর্শ করতে পারেনি।

২. জনগণের প্রকট আবাসন সমস্যার দ্রুত সমাধান। যে পরিমাণ আবাসনের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে জনগণের মধ্যে এ আশা জন্মলাভ করেছে যে, এ সরকার অবশিষ্ট সমস্যার সমাধানও করতে পারবে।

৩. এ কে পার্টির নেতা এবং কর্মীগণ জনগণের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। জনসেবায় তাদের ভূমিকা অনুসরণীয়। সরকার বা সংগঠনের উপর নির্ভরশীল হয়ে তারা বসে থাকে না, নিজ উদ্যোগেই তারা সামাজিক ও সমাজ সেবক।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে তারা দিয়েছে অত্যধিক মনোযোগ। তুরস্কের মৌলিক ইতিহাস শিক্ষার্থীর নিকট প্রোজ্জ্বল করে তুলে ধরছে।

৫. প্রতিটি মহল্লায় বলতে গেলে মসজিদ গড়ে ওঠেছে। সেখানে নামাযীদের ভীড় চোখে পড়ার মত।

৬. বাহ্যিকতা নয় ইসলামের মৌল সৌন্দর্য্যের প্রতি তারা দৃষ্টি দিয়েছে।

৭. বিশ্ব পরিস্থিতি তাদের নাগালের মধ্যে। অর্থাৎ কোথায়, কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে, কে কার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে সে সম্পর্কে তারা well informed.

www.amarboi.org

মদীনার স্মৃতি

এবারে আমি হযরত আইয়ুব আল আনসারী (রাঃ)'র কবর যিয়ারতের সুযোগ পেয়েছি। নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর স্মৃতি-বিজড়িত সেই মহান সাহাবা সেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত। জান্নাতবাসী এ মহান ব্যক্তিত্বের পাশে দাঁড়িয়ে মন ভরে যেমন সুরা ফাতিহা পাঠ করেছি, তেমনি মহানবী (সাঃ) হিজরাতের সেই ইতিহাসও স্মরণ করার চেষ্টা করেছি। হৃদয়ে একটা নতুন শক্তিও উপলব্ধি করেছি। অগণিত মানুষের আসা-যাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছি, আমাদেরকে আরো অনেক দূর এগোতে হবে। এরপর গিয়েছি সুলতান মুহাম্মাদের কবর ও তার নির্মিত মসজিদ দেখতে। বসফরাস প্রণালীর কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত তুরস্কের স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এ মসজিদগুলো লাখো মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তারা আসছেন, যাচ্ছেন, নামাজ আদায় করছেন। দু'হাত তুলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মোনাজাত করছেন। তাদের সম্মিলিত কণ্ঠ ও দৃঢ় পদক্ষেপ সামনে এগিয়ে চলার বার্তা বহন করে।

আবার আঙ্কারায়

১৮ই জানুয়ারী দিনগত রাত ১১টায় ইস্তাম্বুল থেকে আংকারা রওয়ানা হলাম। বিগত সফরে আংকারায় বেশি সময় থেকেছি। সে ক্ষেত্রে এবারে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। অর্থাৎ সকালে পৌঁছে বিকালেই ইস্তাম্বুলের পথে রওয়ানা হবো। উদ্যোক্তাগণ বিমানে যেতে বললেও আমি কোচে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচ অত্যন্ত আরামদায়ক। এছাড়া ইস্তাম্বুল থেকে আংকারা দীর্ঘপথ অতিক্রম করার সময় তুরস্কের বিরাট অংশ দেখার সুযোগ হবে–বিমানে সে সুযোগ নেই। মাঝপথে বিরতির সুযোগ আছে, নামাজ, অজু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য। পাহাড়ী এলাকা, সমতল এলাকা, রাশি রাশি বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মোহনীয় রূপ নিয়ে ধরা দিচ্ছিল। আরামদায়ক কোচে বসে তুরস্ক দেখছিলাম। মাঠ, ঘাট, নদী, কালভার্ট, ব্রীজ, গ্রাম, শহর, উপ-শহর, বসতবাড়ী, মিল-কারখানা সবকিছুই দেখার সুযোগ হয়েছিল, সাথে সহযাত্রী হিসেবে ছিলেন জনাব বেলসিম। বয়স অল্প, খুবই অমায়িক, প্রাঞ্জল ও দায়িত্বের প্রতি খুবই

www.amarboi.org

নিষ্ঠাবান। মুখে অল্প দাড়ি, তবে বিয়ে হয়নি। পিতামাতার খুবই অনুগত। কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছিল যে, তাঁর বিয়ের প্রস্তুতি চলছে।

আংকারায় গিয়ে সেখানকার সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক মসজিদ পরিদর্শন করলাম। কারুকার্য খচিত সুন্দর সে মসজিদে দুই রাকআত নামাজও আদায় করলাম। সেখান থেকে আমরা রাফা পার্টির হেডকোয়ার্টারে পৌঁছলাম। ঘরবাড়ী ও অফিস সাজিয়ে রাখা তুরস্কের জনগণের অভ্যাস, অফিসটিকেও সেভাবেই সাজানো দেখলাম। বড় বড় জাতীয় পতাকা সেখানেও পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। রাফা পার্টির হেডকোয়ার্টারে জনাব কাওতানের সাথে দেখা হলো। তিনি বাহ্যত রাফা পার্টির নেতা। নেপথ্যে নাজমুদ্দিন আরবাকানই হচ্ছেন রাফা পার্টির প্রাণপুরুষ। বর্তমান এ.কে পার্টির প্রধান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রিসিপ তাইয়্যেপ এরদোগানের তিনি মুরুব্বি। হেডকোয়ার্টারে সেক্রেটারী সাহেবের সাথে দেখা হলো। বৈদেশিক বিভাগের সমন্বয়কারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন মহিলা সদস্য-তিনি তাঁর স্বামীসহ এসে দেখা করলেন। বিস্তারিত আলোচনা হলো। বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদের খুবই আগ্রহ। তাদের সমাজ কল্যাণ বিভাগ খুবই শক্তিশালী। তা শুধু তুরস্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের তৎপরতা বিস্তৃত। বিশেষ করে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত নির্যাতিত মুসলিম জনপদে তাদের তৎপরতা উল্লেখ করার মত। সমাজ কল্যাণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে তারা লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। যা তাদের আয়ের অন্যতম উৎস। অবশ্য এখানে অর্জিত অর্থ দলীয় কাজে ব্যবহৃত হয় না। শুধু সেবামূলক কাজেই ব্যবহৃত হয়। দেখা-সাক্ষাৎ শেষ করে আমরা গেলাম বোরকার কাপড় কেনার জন্য। উল্লেখ্য যে, বিগত সফরে আংকারা থেকেই সুন্দর বোরকা ক্রয় করেছিলাম। সেখান থেকে দুপুরে একটি রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করে আমরা কোচে করে ইস্তাম্বুলে রওয়ানা করলাম। ওখানকার কোচ স্টেশনগুলো সুন্দরভাবে সাজানো, গোছানো এবং টিকেট ক্রয় পদ্ধতি ঝামেলামুক্ত। পর্যটক বা যাত্রীদের আনন্দ-সুখ দেয়ার জন্য তারা খুবই তৎপর। সময়ানুবর্তিতার প্রতি তাদের নজর চোখে পড়ার মত।

www.amarboi.org

সত্যের বিজয় যেভাবে

তুরস্কের সংবিধানে ইসলামের নামে কোন দল করার সুযোগ নেই। এমনকি কোন ব্যক্তিও ইসলামী রাজনীতি করতে পারে না। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, সেখানে দাড়ি-টুপি নিষেধ। সরকারীভাবে মেয়েদের হিজাব বা স্কার্ফ পরিধান নিষিদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী এরদোগানের স্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লাহ গুলের স্ত্রী, পার্লামেন্টের স্পীকারের স্ত্রী হিজাব পরেন বলে কোন সরকারি অনুষ্ঠানে যেতে পারেন না। কারণ সরকারী অনুষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ। তাহলে সেখানে বড় প্রশ্ন, মৌলিক দিক দিয়ে একটি ইসলামী দল, যার নেতৃত্ব ইসলামের প্রতি কমিটেড। তারা এতদূর অগ্রসর হলো কি করে? বিগত নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো, ২২ জুলাই ২০০৭-এর নির্বাচনে ৩৪২টি আসন লাভ করলো, জনাব আব্দুল্লাহ গুল, যাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন না করার ব্যাপারে সেক্যুলারপন্থীরা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল, তিনিই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন, কি কারণে এবং কিভাবে? দুই দুইবার তুরস্ক সফর করে বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে খোলামেলা মতবিনিময় করে এর পেছনে যে কারণসমূহ আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি তা নিম্নরূপ ঃ

১. তাঁরা তাঁদের মূল পরিচয় যোগ্যতার সাথে আড়াল করে রাখতে পেরেছেন।

২. বাহ্যিকতার প্রতি কৌশলগত কারণে গুরুত্ব দেননি, বরং অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের প্রতি একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন।

৩. সাইনবোর্ড বা নেমপ্লেটের প্রতি অর্থহীন গুরুত্ব দেননি বা হঠকারিতা দেখাননি। যখনই কোন বিশেষ নামে দল নিষিদ্ধ করা হয়েছে তখনই নতুন নামে দল করেছেন। সামনে এগিয়ে গেছেন কার্যক্রম নিয়ে। নামের বা সাইনবোর্ডের পিছনে পড়ে থেকে মূল কাজকে বাধাগ্রস্ত হতে দেননি।

৪. যখনই কোন নেতার রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তখনই ঐ নেতা নেপথ্যে চলে গেছেন। নতুন নেতা সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। এতে ঐ নেতার সম্মান-মর্যাদা ও প্রভাব কমেনি। অর্থাৎ ব্যক্তি বড় নয়, দল বড়। আবার দল বড় নয়, আদর্শ বড়।

www.amarboi.org

৫. কৌশল পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হননি। বারবার কঠিন পরিবেশের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে বলে নেতা-কর্মীদের মধ্যে এ নিয়ে কোন সংশয়ও সৃষ্টি হয়নি। কৌশল পরিবর্তন যে লক্ষ্যচ্যুতি নয়, তা সকলেই বুঝেন।

৬. মহিলাদের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আন্দোলনে তাদের ভূমিকাকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। যাতে করে সহজভাবে মহিলারা সংশয়মুক্ত হয়ে দলে যোগদান করতে পারেন এবং আত্মতৃপ্তি নিয়ে কাজ করতে পারেন – সে জন্য পথ তৈরি করে দেয়া হয়েছে। কৃত্রিম কাঠিন্য সৃষ্টি না করে তাদের পথকে সহজ করা হয়েছে।

৭. ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক ও শিশুদের প্রতি বেশী দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। তাদের ক্যারিয়ার ও পেশাগত দক্ষতার প্রতি সুবিশেষ নজর দেয়া হয়েছে। রাজনীতিকরণ করা হয়নি।

৮. সবকিছুতেই রাজনীতি আনা হয়নি। মানুষের পছন্দ-অপছন্দ ও রুচির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৯. নেতৃত্বের মধ্যে আছে বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শীতা, ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তা।

১০. অস্থিরতা বা অর্থহীন তড়িঘড়ি তারা সবসময় পরিহার করে চলেছেন।

যার ফলে তুরস্কে 'জাস্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি' আজ অপ্রতিরোধ্য ও উদীয়মান শক্তি। তারা ইনশাআল্লাহ সামনে এগিয়ে যাবে। অবশিষ্ট কাজ যা বাকি আছে তাও সম্পন্ন হবে। আশাকরি, ইনশাআল্লাহ যা তুরস্কের বাইরের জগতকেও নাড়া দিবে।

❑ ❑ ❑

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ-এর হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দিন আরবাকান

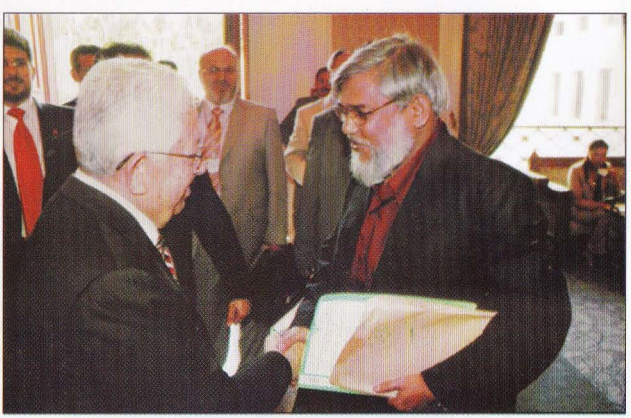

BSAM প্রধান কাওতানের সাথে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ -এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

ডি-এইট সম্মেলন ২০০৭ -এ বাংলাদেশসহ ৮টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

www.amarboi.org

ডি-এইট সম্মেলন ২০০৭ -এ অংশগ্রহণকারী মহিলা প্রতিনিধিবৃন্দ

ডি-এইট সম্মেলন ২০০৭ -এ উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

ডি-এইট সম্মেলন ২০০৭ -এ তুরস্কের মহিলা প্রতিনিধিবৃন্দ

www.amarboi.org

ডি-এইট সম্মেলন ২০০৭-এর সভাপতি কাওতানের সাথে তুরস্কের মহিলা প্রতিনিধিবৃন্দ

বসফরাস প্রণালীতে টিভি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

ভার্চু পার্টির বৈদেশিক শাখার নেতৃবৃন্দের সাথে সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

www.amarboi.org

বসফরাস প্রণালীতে টিভি সাক্ষাৎকারে তুরস্কের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

বসফরাস প্রণালীতে তুরস্কের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে টিভি চ্যানেলের সাথে আলাপচারিতায় রত সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

বসফরাস প্রণালী জাহাজে টিভি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

www.amarboi.org

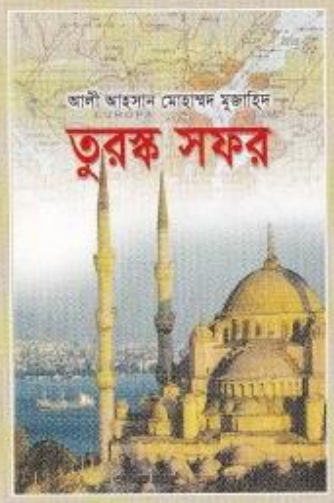

বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিমিটেড